দৈনিক খবর

তারিখ 24 JUL 1988
পৃষ্ঠা 1 কলাম 4

079

পাসের হার ৪৭·৪

বিএ, বিকম ও বিএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত ১৯৮৭ সনের বিএ, বিকম ও বিএসসি পাস ও সাবসিডিয়ারী পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে।

বিএ ও বিকম পাস পরীক্ষার পাসের হার ৪৭ দশমিক ৪ ভাগ। বিএসসি পাস পরীক্ষায় পাসের হার ৫২ দশমিক ৫ ভাগ। ৭-এর পাতায় দেখুন

মনসুর খান বিএ পরীক্ষায় প্রথম

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত ১৯৮৭ সালের বিএ পাস পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকারী মনসুর খান (রোল ১৯৫৭৩) দিনের বেলা চাকরি করে রাতে পড়াশুনা করতেন। নিয়মিত অধ্যবসায় ও মেধার জোরেই তিনি প্রথম বিভাগে প্রথম হয়েছেন।

শেষ পৃষ্ঠায় ৪র্থ কলামে

মনসুর খান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মনসুর খান দিনে একটি ইণ্ডেটিং ফার্মে চাকরি করেন। যে বেতন পান তা দিয়ে নিজে চলেন, পড়াশুনার খরচ চালান। আর কিছু বরিশালে গরীব বাবা, ভাই-বোনদের জন্য পাঠান। রাতের শিফটে তিনি তেজগাঁও কলেজে পড়েন।

তেজগাঁও কলেজের গর্বিত অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমেদ গত রাতে টেলিফোনে এ খবর জানিয়ে বলেন, মনসুর অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। প্রতিভাবান এই ছাত্রটির প্রতি তিনি নিজে বিশেষভাবে দৃষ্টি রেখেছিলেন। মনসুর নিজেও যথেষ্ট অধ্যবসায় করেছেন।

বিএ, বিকম ও বিএসসি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিএ পাস পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হয়েছেন তেজগাঁও কলেজের ছাত্র মনসুর খান। বিএ পরীক্ষার্থীর মোট সংখ্যা ছিল ২৮,৮০২ জন। এদের মধ্যে প্রথম বিভাগে ৯ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৪০৯৮ জন, তৃতীয় বিভাগে ৯,৪৩৪ জন এবং পাস কোর্সে ১০ জন নিয়ে মোট ১৩,৫৫১ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। পাসের হার শতকরা ৪৭ দশমিক ৪ ভাগ।

বিকম পাসে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৭,৪৪০ জন। এদের মধ্যে প্রথম বিভাগে ২ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৭১৩ জন এবং তৃতীয় বিভাগে ২,৮১১ জন নিয়ে মোট উত্তীর্ণ হয়েছে ৩,৫২৬ জন। পাসের হার ৪৭ দশমিক ৪ জন।

বিএসসি পাসে ৬৭৫২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩৫৪৫ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। প্রথম বিভাগে ২৫ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ১৫৭১ জন এবং তৃতীয় বিভাগে ১৯৪৯ জন পাস করেছেন। পাসের হার শতকরা ৫২ দশমিক ৫ জন।

বিএ পাস পরীক্ষায় ১৬১টি কলেজ থেকে পরীক্ষার্থীরা অংশ নিয়েছিলেন। ৬১টি কলেজেই পাসের হার শতকরা পঞ্চাশ এবং তার উপরে। এই ৬১টি কলেজের মধ্যে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে পঞ্চাশটি কলেজ রয়েছে। রাজধানীতে অবস্থিত কলেজগুলোতে পাসের হার তুলনামূলকভাবে কম। দশটি কলেজে পাসের হার শতকরা ৮০ ভাগের উর্ধ্বে। এর মধ্যে একমাত্র সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ ছাড়া সবকটিই জেলা, উপজেলায় অবস্থিত। নেত্রকোনা মহিলা কলেজে পাসের হার শতকরা ৯৫ দশমিক ৩ জন। পূর্বধলা ডিগ্রী কলেজে ৯১ দশমিক ১ ভাগ, সরিষাবাড়ী কলেজে ৮৯ দশমিক ১ ভাগ, কুমুদিনী সরকারী কলেজে ৮৮ দশমিক ৯ ভাগ, সরকারী সাদত কলেজে ৮৭ দশমিক ৩ ভাগ, গোপালগঞ্জ সরকারী বঙ্গবন্ধু কলেজে ৮২ দশমিক ৪ ভাগ, ঘাটাইল ব্রাহ্মণশাসক গণমহাবিদ্যালয় ৮৩ দশমিক ৯ ভাগ, কালিহাতী কলেজে ৮২ দশমিক ৫ ভাগ, সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজে পাসের হার শতকরা ৮৬ দশমিক ২ ভাগ।

বিকম পাসে ১৩৫টি কলেজের পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অংশ নেন। এরমধ্যে ৪৯টি কলেজে পাসের হার শতকরা পঞ্চাশের উপরে। ৪০টি কলেজই মফস্বলের। শহীদ স্মৃতি আদর্শ কলেজ, ভান্দাইল, আঠারবাড়ী ডিগ্রী কলেজ, হোসেনপুর ডিগ্রী কলেজ, কুলিয়ারচর কলেজ ও কটিয়াদি কলেজের পাসের হার শতকরা একশ' ভাগ।

সাবসিডিয়ারী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৮৭ সনের বিএ সাবসিডিয়ারী পরীক্ষায় ২৪১৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে কৃতকার্য হয়েছেন ১৩৮৭ জন। পাসের হার শতকরা ৫৭ দশমিক ৩ জন।

বিএসসি সাবসিডিয়ারীতে ২৭৯১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে কৃতকার্য হয়েছেন ৭৯৯ জন, পাসের হার শতকরা ২৮ দশমিক ৬ জন।

বিকম সাবসিডিয়ারীতে ২৬৭৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছেন ৮৩২ জন। পাসের হার শতকরা ৩১ দশমিক ১ জন।